জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মে ২০০৯/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম :

* পাকিস্থানে " ব্যাপক স্থানচ্যুতির" কারণে জাতিসংঘ সংস্থাসমুহের উদ্বেগ প্রকাশ
* জর্ডানের সাবেক মন্ত্রী জাতিসংঘ পর্যটন সংস্থার নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত
* যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৮ টি দেশ জাতিসংঘ মানাধিকার পরিষদে নির্বাচিত
* জাতিসংঘে টেকসই নগর পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনায় বিশ্বের মেয়রগন
* জাতিসংঘ সংস্থা A(HINI) ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬,৫০০ জন বৃদ্ধির তথ্য নিশ্চিত করেছে

পাকিস্থানে " ব্যাপক স্থানচ্যুতির" কারণে জাতিসংঘ সংস্থাসমুহের উদ্বেগ প্রকাশ

৮ মে- উত্তর-পশ্চিম পাকিস্থানে সরকারি বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যকার অস্ত্র সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সৃষ্ট "ব্যাপক স্থানচ্যুতির" কারণে আজ জাতিসংঘের শরণার্থী ও শিশু অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত সংস্থাসমুহ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

প্রাদেশিক সরকারের হিসেব অনুযায়ী, গত কয়েক দিনে ১৫০,০০০ থেকে ২০০,০০০ লোক ইতোমধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নিরাপদ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে। জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের মতে (UNHCR), আরও ৩০০,০০০ মানুষ ইতোমধ্যেই ঘর ছেড়ে পথে আছে অথবা ঘর ছাড়ার প্রস্তুতি নিয়েছে।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার মতে, সর্বশেষ সংঘাত তীব্র হওয়ায় লোয়ার দির, বুনার ও সোয়াত এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকজন ইতিপুর্বে ঘর ছাড়া ৫৫৫,০০০ লোক যারা উপজাতিয় ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সাথে যোগ দিয়েছে।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (UNHCR) ১১ টি ক্যাম্পে প্রায় ৯৩,০০০ জন আশ্রয় নিয়েছে এবং ৪৫০,০০০ জন শরণার্থী বিভিন্ন ভাড়া করা বাসা ও অন্যান্য পরিবারের আশ্রয়ে রয়েছে। নতুন অভ্যন্তরীন বাস্তুহারা মানুষের (IDPs) সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এসব শরণার্থী মানুষের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত বুনার, লোয়ার দির ও সোয়াতের ৮৩,০০০ জনেরও বেশী অভ্যান্তরীন বাস্তুহারা (IDPs) সহ ৩টি নতুন ক্যাম্পে অবস্থানরত প্রায় ৫,০০০ জন এবং ক্যাম্পের বাইরে অবস্থনরত ৭৮,০০০ জনের বেশি লোকের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে।

ইসলামাবাদ, রাওলাপিন্ডি, লাহোর এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য নগর কেন্দ্রে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) গত দুই সপ্তাহে আরও ৪০,০০০ বাস্তুহারা মানুষ রেজিস্ট্রেশন করেছে যারা মুলত বাজাউর, মোহমান্দ এবং সোয়াত থেকে এসেছে।

গত কয়েক সপ্তাহে লোয়ার দির, বুনার ও সোয়াতের পালিয়ে যাওয়া মানুষের দুরাবস্থা বেড়ে যাওয়ায় জাতিসংঘের যৌথ হিসেবে শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) এসব বাস্তুহারা মানুষের জন্য তিনটি নতুন ক্যাম্প স্থাপনে সহায়তা করেছে। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মারদানে জালালা ও শেখ শেজাদ ক্যাম্প এবং সোয়াবি জেলার ইয়ার হোসাইন ক্যাম্প।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) এর মুখপাত্র রন রেডমন্ড জেনেভার রিপোর্টারকে জানান, সোয়াত থেকে গত দুই দিনে অনেক পরিবার

শুধুমাত্র কিছু কাপড় নিয়ে রিক্সা, ছোট গাড়ি, ছোট ট্রাক ও বাসে করে জালালা শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

নতুন শরণার্থীরা জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (UNHCR) কর্মীদের বলেন, যাতায়াতের জন্য যানবাহন পেতে তাদের অনেক দুর্ভোগ পেতে হয়েছে এবং মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া দিতে হয়েছে। বুনারের ২০ জনের এক পরিবারকে তার বাড়ি থেকে শরণার্থী ক্যাম্পে আসার জন্য ৩৫০ ডলারের সমপরিমান ভাড়া দিতে হয়েছে। আরেক জন লোক মিঞ্জারা, সোয়াত থেকে তার পরিবার নিয়ে ৭ ঘন্টা রিক্সা চালিয়ে অনেক কষ্ট করে জালালা ক্যাম্পে পৌছাঁয়।

গতকাল জালালার মালাকান্দ রোডে একটি নতুন অভ্যর্থনা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত ৪টি কেন্দ্রের মধ্যে এটিই প্রথম। এ অভ্যর্থনা কেন্দ্র থেকে বাস্তুহারা মানুষদের খাবার, পানি এবং ক্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হবে। জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে এই কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা ও যাতায়াতে সাহায্য প্রদানের পরিকল্পনাও করা হচ্ছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশন (UNHCR) ১০০,০০০ লোকের জন্য জরুরি ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করছে। যেমন তাবু, প-ষ্টিকের শীট, বালতি, পানি রাখার পাত্র এবং রান্নায় ব্যবহৃত জিনিসপত্র। সংস্থাটি আরও দুই লক্ষ লোকের জন্য এইসব সামগ্রী ক্রয় করবে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এসব মানুষের মধ্যে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এরা এই সহিংসতার প্রত্যক্ষদর্শী, বাস্তুহারার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং এদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা বিঘ্নিত হয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) জানায়, বাস্তুহারা মানুষগুলো যারা তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে একত্রে আছে তাদের এবং গত সপ্তাহে স্থাপিত ৩টি নতুন ক্যাম্পকে সহায়তা করার জন্য সহায়ক অংশীদার এবং কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে।

রোগ ছড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্থান জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) ক্যাম্প গুলোতে নিরাপদ পানি, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যসম্মত জিনিসপত্র সরবরাহ করছে। সংস্থাটি পালিয়ে যাওয়া দশ হাজারের বেশি পাচঁ বছরের নিচে শিশুদের গমন-পথগুলোতে টিকা প্রদান করে। একই সাথে এতিম ও অভিবাবকহীন শিশুদের সহায়তা করছে যার মধ্যে একটি নতুন ক্যাম্পে স্থাপিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে যার ছাত্র সংখ্যা দুইশত।

সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী লোকজন রয়েছে বিশেষত শিশুদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। অস্ত্র সংঘাতের প্রভাব থেকে শিশুদের রক্ষা করার জন্য এবং সংঘাতপূর্ণ এলাকায় বাস্তুহারা মানুষের ও নাগরিকদের জন্য কাজে নিয়োজিত সংগঠনগুলোর কর্মকর্তাদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চত করার জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে সংস্থাটি সংশি-ষ্ট সকলের প্রতি জোর আহ্বান জানিয়েছে।

জর্ডানের সাবেক মন্ত্রী জাতিসংঘ পর্যটন সংস্থার নতুন প্রধান হিসেবে নির্বাচিত

১১ মে- জাতিসংঘ পর্যটন সংস্থার নতুন মহাসচিব হিসেবে জনাব Taleb Rifai আগামী চার বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তার এই মনোনয়ন জানুয়ারি ২০১০ থেকে কার্জকর হবে।

গত সপ্তাহে মালির বামাকোতে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব রিফাই জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থার (UNWTO) নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত হন। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে কাজাকিস্থানে সংস্থাটির সাধারণ সভায় তার ফনযভঅুননিশ্চিত করা হবে।

গত মার্চ মাস পর্যন্ত জর্ডানের সাবেক পর্যটন মন্ত্রী জনাব রিফাই মাদ্রিদ-ভিত্তিক সংস্থাটির ভারপ্রাপ্ত প্রধানের দায়িত্বে ছিলেনএবং এর আগে গত ২০০৬ থেকে তিনি উপ-মহাসচিব হিসেবে কাজ করেছেন।

জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) বৈশ্বিক ফোরাম হিসেবে পর্যটন বিষয়ক নীতি ও পর্যটন সম্পর্কিত তথ্যের মুল উৎস হিসেবে কাজ করে। ১৬১ টি দেশ ও স্বাধীন ভূ-খন্ড এর সদস্য এবং ৩৭০ টিরও বেশি ব্যক্তিখাত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পর্যটন সংস্থা এবং স্থানীয় পর্যটন কর্তৃপক্ষ এর অঙ্গীভূত সদস্য।

যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৮ টি দেশ জাতিসংঘ মানাধিকার পরিষদে নির্বাচিত

১২ মে- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আজ জেনেভা-ভিত্তিক জাতিসংঘ মানাধিকার পরিষদে কাজ করার জন্য ১৮ টি দেশকে আগামী জুন মাস থেকে শুরু করে তিন বছরের জন্য নির্বাচিত করেছে। এর মধ্যে বেলজিয়াম, হাঙ্গেরি, কাজাকিস্তান, নরওয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মত নির্বাচিত হলো।

৪৭ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদ ২০০৬ সালে মানবাধিকার কমিশনের স্থলাভিষিক্ত হয়, কমিশন তাদের অকার্যকর ও দায়বদ্ধহীন ভূমিকার জন্য অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারন পরিষদ বাংলাদেশ, ক্যামেরুন, চীন, কিউবা, জিবুতি, জর্ডান, মরিশাস, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, রাশিয়া, সৌদী আরব, সেনেগাল এবং উরুগুয়েকে পুনরায় নির্বাচিত করেছে। আজ নির্বাচিত ১৮ সদস্য আগামী ১৯ জুন থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।

পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্তির আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে গত মার্চ মাসে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, এর মাধ্যমে দেশটির "অংশগ্রহণের নব যুগ"- এ প্রবেশের অঙ্গিকারের প্রতিফলন ঘটেছে।

জাতিসংঘে টেকসই নগর পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনায় বিশ্বের মেয়রগন

১৩ মে - কিভাবে উন্নততর অবকাঠামো পরিকল্পনা টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করে সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজ বিশ্বের প্রধান শহরগুলোর মেয়র ও প্রতিনিধিবৃন্দ জাতিসংঘে মিলিত হয়েছেন।

"তথ্য প্রযুক্তির যুগে টেকসই নগরায়ন, অবকাঠামোর ভূমিকা" বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন এবং অবকাঠামোগত নেটওয়ার্কের কাঠামোর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, সেই সাথে অত্যাবশকীয় অবকাঠামো যেমন স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষার জন্য স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করবেন।

টেকসই নগর পরিকল্পনার জন্য তারা উদ্ভাবনী তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) মডেলগুলো নিয়েও তারা আলোচনা করবেন। এছাড়াও ডিজিটাল বিভাজনকে কিভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হবে।

কিভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন এর মত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা যায় সে বিষয়গুলো নিয়েও কেপটাউন, জার্কাতা, নিউইর্য়ক ও মেলবোর্নসহ বিভিন্ন নগর কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারকবৃন্দ আলোচনা করবেন।

সম্মেলনটি সিরিজের ২য় পর্বের অর্ন্তগত জাতিসংঘ, আমেরিকান স্থাপত্য সংস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তির স্থায়িত্ব সম্পর্কিত আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থার অর্থায়নে অনুষ্ঠিত হয়। শহরে পরিবেশের প্রভাব এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে গত বছর নিউইয়র্কে সিরিজের প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনটি জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন কমিশনের ১৭তম অধিবেশনের মাঝখানে স্থান পেয়েছে। যা বর্তমানে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর লক্ষ্য হলো কৃষি, পল-ী উন্নয়ন, ভূমি, খরা, মরুকরণ এবং আফ্রিকা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে সিদ্ধান্ত নেয়া।

জাতিসংঘ সংস্থা A(HINI) ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬,৫০০ জন বৃদ্ধির তথ্য নিশ্চিত করেছে

১৪ মে- জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আজ বলেছে, ৩৩টি দেশে প্রায় ৬,৫০০ জন লোক ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় A(HINI) ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হবার বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেছে এবং মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ জন এ দাড়িয়েছে।

জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ এর ভারপ্রাপ্ত সহকারি মহাপরিচালক Dr. Keiji Fukuda বলেন, মহামারী আকারে ছড়িয়ে পরবার পর এ পর্যন্ত এটি দক্ষিণ আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি সংখ্যা অর্থাৎ ৩,৩৫২ জনের মধ্যে এ ভাইরাস পাওয়া গেছে, অপর দিকে মেক্সিকোতে ২,৪৪৬ জন এবং কানাডাতে ৩৮৯ জন আক্রান্ত হয়েছে।

জেনেভায় এক সংবাদ সম্মেলনে Dr. Keiji Fukuda বলেন, “আমরা ৫ নাম্বার সর্তক বার্তা বহাল রেখেছি”। আমাদের ৬ নাম্বার এ যেতে হবে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু যতদুর মনে হয় এরকম অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬ স্কেলের বিপদ সংকেতের ৫ নাম্বার বিপদ সংকেত এর অর্থ হলো মানব দেহ থেকে মানব দেহে এ নতুন ভাইরাস বিস্তার একটি অঞ্চলের সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধতা আছে আর সেটি হলো উত্তর আমেরিকা।

ডা: ফুকুদা বলেন, এখানে এক নজিরবিহীন সংখ্যক তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। মহামমারী ও ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য হাতে আছে, আমি মনে করি এর আগে যেটি সত্যে পরিণত হয়নি তা এবারের এই মহামারীতে হয়েছে।